দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ফিল ডিগ্রী প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশ অথবা বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করার সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের "সমমান কমিটি"ও নাকি এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন। ফলে অধ্যয়নরত এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে কর্তৃপক্ষের ভর্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত ঘোষণায়।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে "কমিল" এবং সমমান উল্লেখ করায় স্বাভাবিকভাবেই "কওমী" অথবা "খারেজী" মাদ্রাসার ছাত্রগণ ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। কিন্তু সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ ভর্তি প্রতিযোগিতায় কওমী ছাত্রদের থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার কারণে বর্তমান সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছুটা সমস্যাক্রান্ত এবং মাদ্রাসা ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ের চাপে আরবীতে কিছুটা অপরিপক্ক।

এঅবস্থায় সরকারী মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ প্রদান করলে অচিরেই এ প্রতিষ্ঠান রাবেতার সহযোগিতায় একটি আধুনিক কওমী মাদ্রাসায় পরিণত হবে। ফলে তারা পূর্ববর্তী কোন সরকারী স্বীকৃতি ছাড়াই সরাসরি এম, ফিল এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভে সক্ষম হবে যা হাস্যকর এবং অবাঞ্ছিতও বটে। সুতরাং কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের গ্রহণ করতে হলে তাদের অবশ্যই সরকারী পূর্ব স্বীকৃতি নিতে যার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং যা সময় সাপেক্ষও বটে। আমরা মনে করি মঞ্জুরী কমিশনের স্বীকৃতির সঠিক মূল্যায়নের স্বার্থেই কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থেকে বিরত রাখতে হবে। নতুবা সরকারী মাদ্রাসার ছাত্রগণ এখানে ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও হয়ে পড়বে বিপন্ন।

সুতরাং মঞ্জুরী কমিশনের স্বীকৃতির যথার্থ মূল্যায়ন এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার সাথে সক্রিয় ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-- ওমর মেহেদী
৩৭৬, আলীয়া হল
বখসী বাজার
ঢাকা

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাবেতায়ে আলম-আল্-ইসলামী মক্কাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ সংস্থার কার্যক্রম সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর তৎপরতা বহুদিন যাবত অব্যাহত রয়েছে। মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় এ সংস্থা দ্বারাই পরিচালিত। সার্কভুক্ত দেশসমূহের ছাত্রদের সুবিধার্থে রাবেতা মহাসচিবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সনের অক্টোবর মাসে ঢাকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় "উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" নামে একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে এখানে কামিল অথবা সমমান এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবীকে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, এ প্রতিষ্ঠানে দু'বছরব্যাপী কোর্স সমাপ্তি শেষে ছাত্রদের এম,